READING MASTERY 1

Zero to International Media

Ibrahim: The Wise Grandfather

A Man and His Epic Journey that Changed the World

স্ক্রিপ্ট : Stories of the Prophets

পরিমার্জন ও সংশোধন : রাকিবুল হাসান

তাকমিল : মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর

ইফতা : জামিয়াতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া

শিক্ষার্থী : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স
দীপ্ত জ্ঞানের প্রপাত...

Table of Contents

9 The Man of Wisdom was Born

14 In the Search for Allah

19 Against His Father

28 Ibrahim in a Difficult Exam

32 In the Palace of Nimrod

37 Hijrah—the Migration

42 The Long-Desired Son

44 The Greatest Exam!

48 The test of Prophet Ibrahim

52 Makkah—the Birth of A City

54 Ismail—the Patient Boy

58 The Greatest Sacrifice

61 The Kabbah

64 The Good News!

71 Learnings from His Life

ভূমিকা

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষায় বেশ কিছু মৌলিক ঘাটতি রয়েছে। আমাদের একাডেমিক ইংরেজি মূলত গ্রামারনির্ভর, আর নন-একাডেমিক ইংরেজি স্পোকেনমুখী। অথচ কেবল গ্রামার আর স্পোকেন দিয়ে কোনো ভাষা আয়ত্ত হয় না। এ কারণেই ক্লাস ওয়ান থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত ১৭ বছর ইংরেজি শিখেও অধিকাংশ শিক্ষার্থী ঠিকভাবে পড়তে, বুঝতে বা বলতে পারে না।

স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমের বাইরেও যেসব ইংরেজিচর্চা হয়, তাও একাডেমিয়া-নির্ভর নয়। তাই ইংরেজি বই, পত্র-পত্রিকা বা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল- ম্যাগাজিন পড়ার মতো পরিবেশ এখানে গড়ে ওঠে না। ফলে উচ্চশিক্ষায় গিয়ে শিক্ষার্থীরা যখন হঠাৎ করেই বিশ্বমানের রেফারেন্স বইয়ের মুখোমুখি হয়, তাদের মনে হয় পুকুর ছেড়ে সোজা মহাসাগরে এসে পড়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী, এমনকি ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কথা বলে আমি সব জায়গায় একই সংকট দেখেছি। ইন্টার পর্যন্ত গড়পড়তা গ্রামারভিত্তিক ইংরেজি শিখে আসা শিক্ষার্থীদেরকে যখন ইউনিভার্সিটি কিংবা মেডিকেল-বুয়েটের ফার্স্ট ইয়ারে হঠাৎ করে বিশ্বমানের বইপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়, তাদের মনে হয় অকূল পাথারে নিপতিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে আমার সহপাঠীদের মাঝেও দেখেছি—অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী কেবল ইংরেজির ভীতি থেকে একাডেমিকভাবে পিছিয়ে পড়ে।

আমার উপলব্ধি হল—বাংলাদেশে প্রতিটি সেক্টরে যথেষ্ট পরিমাণ পণ্ডিতের অভাবের পেছনে একাডেমিক ইংরেজিচর্চার অনুপস্থিতি ব্যাপকভাবে দায়ী। যেমন দায়ী বাংলাভাষায় পর্যাপ্ত পরিমাণ গবেষণা ও একাডেমিক রিসোর্সের অনুপস্থিতি। পাশাপাশি যারা স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক, নিজের চেষ্টা বা এক দুইটা কোর্স করে ইংরেজির একটা প্রাথমিক ধারণা নেয়, তারাও পরে ব্যবহারের সুযোগ না পেয়ে সব ভুলে যায়। শেখা আর ব্যবহারিক প্রয়োগের মাঝের ব্যবধানটা পার করতে না পারার কারণে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

এই সমস্যাগুলোর কথা মাথায় রেখেই এই সিরিজের সংকলনের কাজে

আমি হাত দিয়েছিলাম। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহের সেটা এখন আপনাদের হাতে।

ইংরেজি বই বা পত্রিকা পাঠে দুইটি প্রধান বাধা কাজ করে: শব্দার্থ না জানা, আর জটিল বাক্য বুঝতে না পারা। প্রতি লাইনে অভিধান ঘাঁটতে গিয়ে আগ্রহ হারিয়ে যায়। আর বাক্য বুঝতে না পেরে তৈরি হয় হতাশা ও আত্মবিশ্বাসহীনতা।

এই সিরিজ তাই এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন পাঠক অভিধান ছাড়াই শব্দ ও বাক্য বুঝতে পারেন। প্রতিটি শব্দের অর্থ ও উচ্চারণ, এবং জটিল বাক্যের টীকা টেক্সটের মধ্যেই সংযোজন করা হয়েছে।

সিরিজের প্রথম বইটা ক্লাস থ্রি-ফোর লেভেলের ইংরেজি জানে এমন শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে লেখা হয়েছে। সিরিজটা শেষ হয়েছে সরাসরি বিবিসি, আল জাযিরা, সিএনএন, মিডল ইস্ট আইয়ের মত বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকার সংবাদ ও সম্পাদকীয় দিয়ে।

ফলে নিছক তাত্ত্বিকভাবে নয়, বরং ব্যবহারিক ও প্রায়োগিকভাবেই পাঠক ইংরেজি পত্রিকার ভেতর ঢুকে যাবেন। সিরিজের একেকটি বই ইংরেজি শেখার এই জার্নিতে একেকটি ধাপ এগিয়ে দিবে অজান্তেই। পুরো সিরিজটি শেষ করার পর যখন ইংরেজি পত্রপত্রিকা সামনে নিয়ে বসবেন, হয়তো নিজেকে নিজেই চিনতে পারবেন না—সেই চেষ্টাটাই আমরা করেছি।

এই প্রচেষ্টায় কতটুকু সফল হয়েছি তা বিচারের ভার আপনার ও আপনার মত অসংখ্য পাঠকের।

এই খণ্ডে আমরা ইবরাহিম (আ) এর স্টোরি বলেছি। সেটা যতটা না ধর্মীয় বিবেচনায়, তারচেয়ে বেশি এই বিবেচনায় যে–বর্তমান পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ তাকে নিজেদের আদিপুরুষ ভাবে। তাকে ডাকে 'দ্য গ্রেট পেট্রিয়ার্ক'। নিছক জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও প্রায় তিনহাজার বছর আগে পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া এই মহান ব্যক্তিটি আজকের পৃথিবীর, আমাদের পৃথিবীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

এরকম একজন মহান মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া, কীসে তাকে এই পর্যায়ে পৌঁছে দিল, তা স্টাডি করা–নিঃসন্দেহে জগত-জীবন সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিকে দারুণ সমৃদ্ধ করবে।

— রাকিবুল হাসান

The Man of Wisdom was Born

Ibrahim (as) was born (ওয়জ বর্ন : জন্ম নিয়েছিল) in the kingdom (কিংডম : রাজ্য) of Babylon (ব্যাবিলন : একটি প্রাচীন সভ্যতার নাম) a long, long time ago![1]

He was blessed (ব্লেসড : আশির্বাদপুষ্ট) with wisdom (উয়িজডম : জ্ঞান, প্রজ্ঞা) even when he was a child

[১] এ্যাগো : আগে। a long, long time ago : অনেক অনেক বছর আগে।

The moon was very, very beautiful (বিউটিফল : সুন্দর). So, Ibrahim (as) wondered if the moon could be Allah. He sat there gazing at (গেইজিং এ্যাট : ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন) the moon for a long time, but after a few hours, when (ওয়েন : যখন) the moon disappeared from the horizon (হরাইজন : দিগন্ত), he realized (রিয়েলাইজড : উপলব্ধি করতে পারলেন) that the moon was not Allah.

Ibrahim (as) was disappointed (ডিজএ্যাপয়েন্টেড : আশাহত, নিরাশ), but he continued to sit (কন্টিনিউড টু সিট : বসে থাকতে লাগলেন)[19] there on the top of the mountain watching (ওয়াচিং : দেখতেছিলেন) the horizon.

It was early morning by now (বাই নাও : ততক্ষণে),[20] and that was when (দ্যট ওয়াজ ওয়েন : এটিই সেই সময় যখন) the sun came up!

He looked at the bright (ব্রাইট : উজ্জ্বল, গনগনে) sun,

[১৯] Continue : খন্টিনিউ—কোনোকিছু চালিয়ে যাওয়া, বহাল রাখা। continue to learn : খন্টিনিউ টু লার্ন—পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া।

[২০] It was early morning by now : ইট ওয়াজ দ্য আর্লি মর্নিং বাই নাও—ততক্ষণে ভোর হয়ে এল। Early Morning : প্রভাত।

saying (ওয়াট হি ওয়জ সেইং : তিনি যা বলছিলেন), he got very, very angry! (এ্যাংরি : রাগান্বিত).

“How dare you (হাও ডেয়ার ইউ : তোর কত বড় দুঃসাহস) reject (রিজেক্ট : প্রত্যাখ্যান করছিস) my gods?” he asked angrily (এ্যাংরিলি : রাগান্বিতভাবে).

“O my father, follow (ফলো : অনুসরণ করুন) me. I will guide you on the right path, Allah (swt) will punish you (উয়িল পানিশ ইউ : আপনাকে সাজা দিবে) if you don’t repent!” (ডোন্ট রিপেন্ট : অনুশোচনা না করেন, তাওবা না করেন) The Prophet pleaded (প্লিডেড : আকুতি করলেন) with his father.[25]

“I will ask people to stone you (স্টোন ইউ : তোমাকে পাথর মারতে) if you don’t stop speaking like this”, his father shouted (শাউটেড : চেঁচিয়ে বললেন)[26] at him.

The Prophet was then asked (ওয়াজ আস্কড : বলা হয়েছিল) to leave (টু লিভ : ত্যাগ করতে) the house.

: ওয়াট হি ওয়াজ সেইং—তিনি যা বলছিলেন।

[২৫] with his father : তার বাবার নিকট। With অর্থ সাথে। কিন্তু ব্যবহার ভেদে অর্থ পরিবর্তিত হয়।

[২৬] If you don’t stop : যদি তুমি বন্ধ না করো, speaking like this : এই ধরনের কথাবার্তা। Shouted at : কাউকে চেঁচিয়ে কিছু বলা।

Hijrah—the Migration

The prophet, the woman, and Lut then left their homeland for the sake of Allah (ফর দ্য সেইক অব আল্লাহ : আল্লাহর জন্য). They started their long, long journey!

They traveled through (থ্রু : মধ্য দিয়ে) Syria, Palestine (প্যালেস্টাইন : ফিলিস্তিন), and Egypt (ইজিপ্ট :

READING MASTERY 2

Zero to International Media

Yusuf: The Story of the Lost Son

A Tale of Hope Through the Darkest Time

স্ক্রিপ্ট : Stories of the Prophets

পরিমার্জন ও সংশোধন : রাকিবুল হাসান

তাকমিল : মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর

ইফতা : জামিয়াতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া

শিক্ষার্থী : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স
দীপ্ত জ্ঞানের প্রপাত...

The Dream[১] of Prophet Yusuf

Prophet Yusuf (as) was the son of Prophet Yaqub (as). He had a younger (ইয়ঙ্গার : ছোট) brother named Benyamin from his mother (ফ্রম হিজ মাদার : মায়ের দিক থেকে).

Yaqub (as) had twelve (টুয়েলভ : বারোজন) sons in

[১] ড্রিম : স্বপ্ন।

total (ইন টোটাল : মোট).

Prophet Yaqub (as) loved Yusuf and Benyamin more than (মোর দ্যন : অন্যদের চেয়ে বেশি) his other children. This made the other brothers very angry.

One night (ওয়ান নাইট : এক রাতে), Yusuf (as) had a wonderful (ওয়ন্ডারফল : চমৎকার) dream!

He saw eleven (ইলেভেন : এগারো) stars in the sky, and the sun and the moon. They were all bowing down (বৌইং ডাউন : মাথা নত করছিল)[2] before him!

The young (ইয়ং : তরুণ) prophet was quite (কোয়াইট : পুরোপুরি) amazed (অ্যামেজড : বিমোহিত, মুগ্ধ) by this dream!

He wondered (ওয়ন্ডার্ড : ভাবতে লাগলেন) why stars bowed before him. He didn't understand (ডিডন্ট আন্ডাস্ট্যান্ড : বুঝতে পারছিলেন না) the meaning. So, he went to his father. He told him about his dream.

"Father, I saw eleven stars, the sun and the moon in a dream!" He told his father, "I saw all of them

[২] Bow down : বৌ ডাউন—মাথা নত করা, কারো সামনে ঝুঁকা, নতজানু হওয়া।

One day, when the prophet was alone, she tried to arouse (অ্যারাউজ : উত্তেজিত করতে) him! But Yusuf (as) denied (ডিনাইড : অস্বীকৃতি জানালেন) as he was an upright (আপরাইট : একনিষ্ঠ) worshipper of Allah. He then walked away from her.

The prophet's refusal (রিফিউজ্যল : প্রত্যাখ্যান) heightened (হাইটেনড : আরও বাড়িয়ে তুলল) the passion of chief minister's wife.

As he was moving (অ্যাজ হি ওয়াজ মুভিং : যখন তিনি যাচ্ছিলেন) towards the door, she ran after (র্যান আফটার : পিছু ছুটল) him and she caught hold of his shirt! (কট হোল্ড অব হিজ শার্ট : তার শার্টের নাগাল পেয়ে গেল) While she was tugging (ঠাগিং : টানছিল), she tore (টোর : টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল) his shirt, and she held the torn piece (ঠর্ন পিস : ছেঁড়া টুকরো) in her hand!

Then the door opened suddenly (সাডেনলি : হঠাৎ) and there stood (দেয়ার স্টুড : সেখানে দাঁড়ানো ছিল) her husband (হাজব্যান্ড : স্বামী) and another relative

Prophet Yusuf (as) Meets His Brother Benyamin

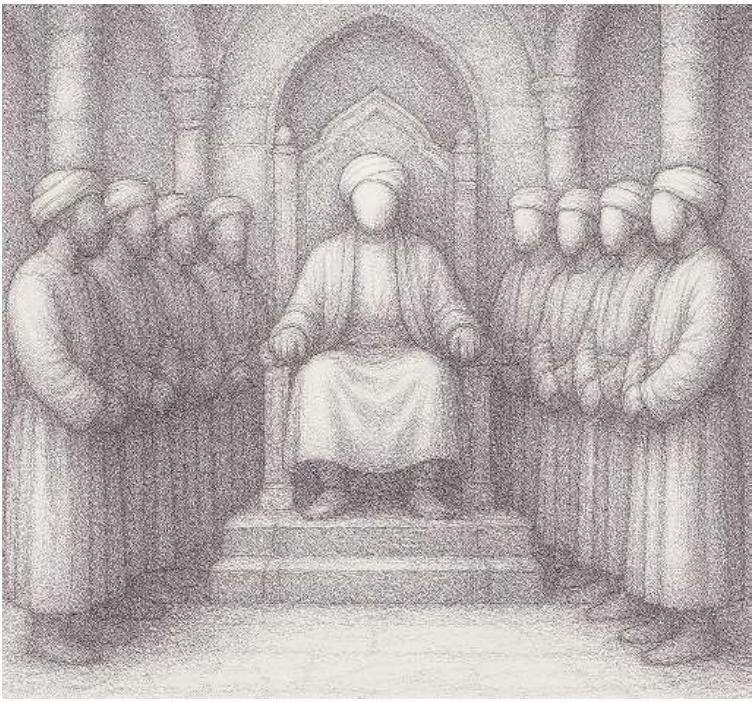

Prophet Yusuf (as) had now become the controller of the granaries in Egypt. During the seven good years, the prophet had full control over the cultivation, harvesting, and storage of crops.

The prophet saved enough grains during the abundant (এবান্ডান্ট : প্রাচুর্যপূর্ণ) years.

And then, as the prophet had predicted (হ্যাড প্রেডিক্টেড : পূর্বাভাস দিয়েছিলেন), drought followed (ফলৌড : পিছু পিছু চলে এল) and famine spread throughout the nation.

The leaves (লিভস : পাতা) turned yellow (ইয়েলৌ : হলদে) and not even a single drop of rain (সিঙ্গেল ড্রপ অব রেইন : বৃষ্টির একটা ফোঁটাও) fell from the sky.

But nobody in Egypt died of hunger (হাঙ্গার : ক্ষুধা)[48] because the prophet had saved more than enough grains for the harsh years.

"You were right Yusuf," the king said to the prophet.

"It's only because of you (ইট'স ওনলি বিকজ অব ইউ : এটি শুধু তোমার কারণে) that our people are not suffering (নট সাফারিং : ভুগছে না)."

"All our neighbors are asking for our help. What

[৪৮] died of hunger : ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করেছে।

should I tell them?" he asked.

"Allah saved us," the prophet replied.

"We have plenty (প্লেন্টি : প্রচুর) of grains with us. I think this is the time we should help our neighbors. We can give them the grains at a small price (এ্যাট আ স্মল প্রাইস : স্বল্প দামে). Many lives (মেনি লাইভস : অনেক জীবন) can be saved."

"I agree with you," the King said.

He then ordered to distribute the grains evenly (ইভেনলি : সুষমভাবে) to those (টু দৌজ : তাদের মাঝে) in need (ইন নিড : যারা অভাবে রয়েছে).

This famine affected Canaan (কেনান) as well.

Prophet Yaqub (as) heard the news of grains being distributed in Egypt. He decided to send his sons to Egypt to get the grains.

The brothers traveled for many days and finally arrived in Egypt.

The Secret Disclosed

We know that the Prophet's golden cup was found inside Benyamin's saddle bag. Yusuf (as) did this so that he could keep Benyamin (খ্যুড কিপ বিনইয়ামিন : বিন ইয়ামিনকে রেখে দিতে পারে) at the palace with him.

(রিলেটিভ : আত্মীয়)[19] of hers!

Seeing her husband (সিইং হার হাজব্যান্ড : স্বামীকে দেখে), the crooked (খ্রুকড : কুটিল) woman immediately changed her tone (ঠৌন : গলার স্বর).

"Your man (ইয়োর ম্যান : আপনার লোক) tried to grab me (টু গ্র্যাব মি : আমাকে ধরতে)," she said showing him the torn pieces of cloth (ঠর্ন পিসেস অব ক্লথ : কাপড়ের ছেঁড়া টুকরোগুলো), "you must put him in prison (প্রিজন : জেলখানা) now."

She was now trying to accuse (অ্যাকিউজ : অভিযুক্ত করতে) the prophet!

But the prophet denied it.

"It was she[20] who tried to grab me," he said.

Aziz and her relative examined (এ্কজামিন্ড : পরীক্ষা করে দেখল) the shirt to find out (টু ফাইন্ড আউট : খুঁজে বের করতে) who was saying the truth. They found out that (ফাউন্ড আউট দ্যাট : দেখতে পেল যে) it was

[১৯] another relative of hers : এবং তার আরেকজন আত্মীয়।

[২০] It was she, who tried to grab me : এটি ছিল সে, যে বরং আমাকে ধরতে চেষ্টা করেছে/ সে ই বরং আমাকে ধরতে চেষ্টা করেছে।

READING MASTERY 3

Zero to International Media

Musa and the Red Sea

A Story of Courage Against All Odds

স্ক্রিপ্ট : Stories of the Prophets

পরিমার্জন ও সংশোধন : রাকিবুল হাসান

তাকমিল : মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর

ইফতা : জামিয়াতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া

শিক্ষার্থী : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স
দীপ্ত জ্ঞানের প্রপাত...

An Uncertain Journey

Musa (as) grew up in the palace as a prince. Allah (swt) granted him good health, strength, knowledge and wisdom!

He had a kind heart, so the weak (উইক : দুর্বল) and the oppressed (অপ্রেসড : নিপীড়িত) often (অফেন :

প্রায়শই) turned to him (ঠার্ন্ড টু হিম : তার দ্বারস্থ হয়) seeking help (সিকিং হেল্প : সহায়তা চাইতে).

One day, while he was walking in the city, he saw an Egyptian soldier beating (বিটিং : পেটাচ্ছে) an Israelite. When the Israelite saw the Prophet, he begged him for help.

The Prophet decided to help the poor man. And he asked the soldier to stop beating the Israelite.

The soldier questioned (কোয়েশশেন্ড : প্রশ্ন করল) his authority (হিজ অথরিটি : তার ক্ষমতা), and said something that really angered (এ্যাঙ্গার্ড : ক্রুদ্ধ করল) the Prophet. The Prophet first tried to reason (ট্রাইড টু রিজন : যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চাইল) with the soldier, but he was not willing to listen.

Then the Prophet stepped forward (স্টেপড ফরোয়ার্ড : সামনে এগিয়ে গেলেন) and hit the soldier with such a powerful (সাচ অ্যা পাওয়ারফুল : এমন শক্তিশালী এক) blow (ব্লৌ : আঘাত) that he collapsed (কলাপ্সড : পড়ে গেল) and died! (ডাইড : এবং মরে গেল!)

Face to Face with Pharaoh!

We saw how Allah (SWT) ordered Musa to go to Egypt for delivering his message. The Prophet then took his family and set off (সেট অফ : রওনা দিলেন) in the direction (ডিরেকশন : দিকে) of Egypt.

They walked for many days. And finally, they

arrived in Egypt.

When they reached outside the city, his brother Haroon was waiting for him! Haroon (as) was a Prophet as well. When Musa (as) realized that this was his brother, he was in tears!! (ওয়জ ইন ঠিয়ার্স : কাঁদতে লাগলেন)

Then, both of them walked toward the Palace of Pharaoh.

The Prophet had not been (হ্যাড নট বিন : ছিলেন না) to Egypt for many years. And he knew that his life was in danger. Nothing could have brought him back[22] except (এক্সেপ্ট : ছাড়া) the command of Allah.

Prophet could still hear (স্টিল হেয়ার : এখনো শুনতে পাচ্ছেন) the words of Allah ringing (রিংগিং : বাজছে) in his ears!

"Go to the Pharaoh and tell him to let the Israelites leave (লেট দ্য ইজরায়েলাইটস লিভ : ইসরাইলিদেরকে ত্যাগ করতে দাও) the land of Egypt."

[২২] Nothing could have brought him back : নাথিং ক্যুড হ্যাভ ব্রট হিম ব্যাক—কোনোকিছুই তাকে ফেরত আনতে পারত না।

command (অ্যাট মাই কমান্ড : আমার আদেশে), so that we may arrest them."

They rushed across the parted (পার্টেড : বিভাজিত) waters following the Israelites. But when they reached midway (মিডওয়ে : মাঝপথে), the water came crashing (খ্র্যাশিং : ভেঙ্গে পড়া) on them!

Pharaoh realized that he was going to die.

He shouted out of fear—"I believe that there is no God other than (আদার দ্যন : ব্যতীত) Allah, and I surrender (সারেন্ডার : আত্মসমর্পণ করছি) to You."

But... it was too late.

The curtain (কার্টেইন : পর্দা) fell on the Pharaoh's tyranny (ঠিইরানি : দৌরাত্ম্য, অত্যাচার).[35] The waves carried his body to the shore.

When the Egyptians saw his dead body, they realized that the man they had worshipped, could not even keep away (কিপ অ্যাওয়ে : দূরে রাখতে পারেনি)[36] his own death!

---

[৩৫] ফেরাউনের দৌরাত্ম্যে পর্দা পড়ে গেল। অর্থাৎ তার দৌরাত্ম্য শেষ হয়ে এল।

[৩৬] যে লোকের তারা ইবাদত করেছিল, সে এমনকি নিজের মৃত্যুও দূরে সরাতে পারেনি।

They now knew that he was never a god! God favored (ফেভার্ড : আনুকূল্য দেখিয়েছেন) the children of Israel. And he led them safely out of Egypt.

After a few days of walking in the desert,[37] they got thirsty. God then commanded the Prophet to strike a rock with his staff!
It was again a miracle!

There came twelve different springs (স্প্রিংস : ঝরনা) of water from the rock! Each spring was meant for (মেন্ট ফর : বরাদ্দ) one tribe. God did this so that[38] there won't be any dispute (ডিসপিউট : দ্বন্দ্ব) while sharing (ওয়াইল শেয়ারিং : ভাগাভাগির সময়) the water.

God also sent clouds to protect them from the scorching (স্কর্চিং : দুর্বিষহ) sun. And when they were hungry, He sent a special delicious (ডিলিশাস : সুস্বাদু) food called 'Manna'. But in spite of God's generosity (জেনেরোসিটি : বদান্যতা), many people kept complaining (কেপ্ট কমপ্লেইনিং : অভিযোগ

[৩৭] মরুভূমিতে কয়েকদিন হাঁটার পর।

[৩৮] আল্লাহ এরূপ করেছেন যেন পানি ভাগাভাগির সময় কোনো দ্বন্দ্ব না বাধে।

what you have done."

He then started climbing Mount Sinai with the seventy elders (এল্ডার্স : প্রবীণ). Once they reached the top, the Prophet asked the elders to wait for him. And he walked ahead (এহেড : সামনের দিকে).

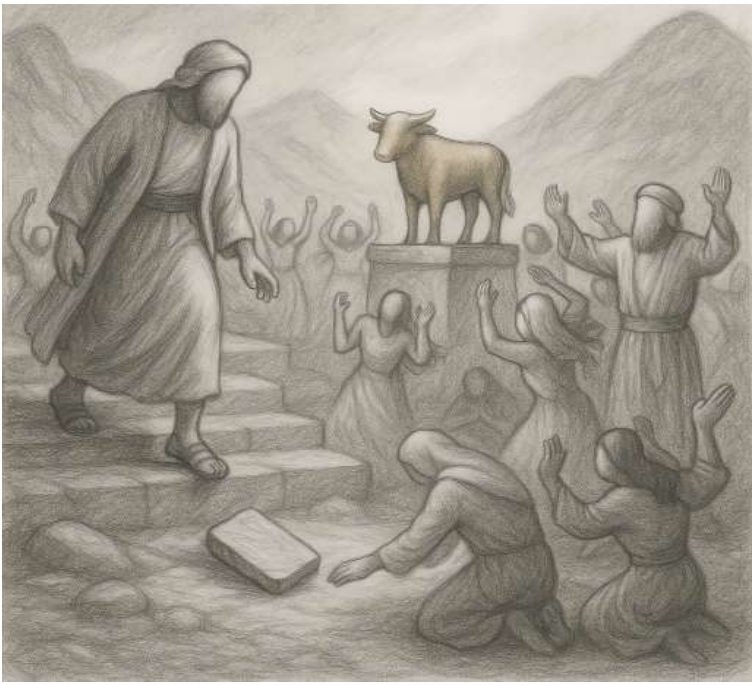

There he started communicating (খ্যামিউনিখেইটিং : যোগাযোগ করছে) with Allah! The elders could hear Musa speaking with God, but they could not see Him.

The Prophet returned after some time. The elders told him—"O Musa! We shall never believe in you until we see Allah ourselves!" (আওয়ারসেলভস : নিজেরা)

Their stubborn (স্টাবন : একগুঁয়ে) demand was rewarded with thunderbolts (থান্ডারবোল্টস : বজ্রপাত)[44] and an earthquake (আর্থখুয়েইক : ভূমিকম্প) that killed all of them instantly!! (ইন্সট্যান্টলি : তাৎক্ষণিকভাবে)

The Prophet was very sad now.

He wondered what he would say to the children of the Israelites. Those seventy men were the best of the people. So, he turned to God and prayed for forgiveness. Allah (SWT) heard his prayers and He raised (রেইজড : উত্থিত করলেন) the dead people back to life.

The children of Israel wandered (ওয়ান্ডার্ড : চড়ে বেড়িয়েছে) in the desert for many years.

The Prophet suffered (সাফার্ড : সয়েছেন, ভুগতে হয়েছে) greatly because of the ignorance of his people! He suffered everything for the sake of his people.

[৪৪] তাদের একগুঁয়ে দাবির পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল বজ্রপাতের মাধ্যমে।

READING MASTERY 4

Zero to International Media

Muhammad: The Messenger of Truth

A Journey Through the Heart of Arabia

স্ক্রিপ্ট : রাকিবুল হাসান

তাকমিল : মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর

ইফতা : জামিয়াতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া

শিক্ষার্থী : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স
দীপ্ত জ্ঞানের প্রপাত...

The city of Makkah

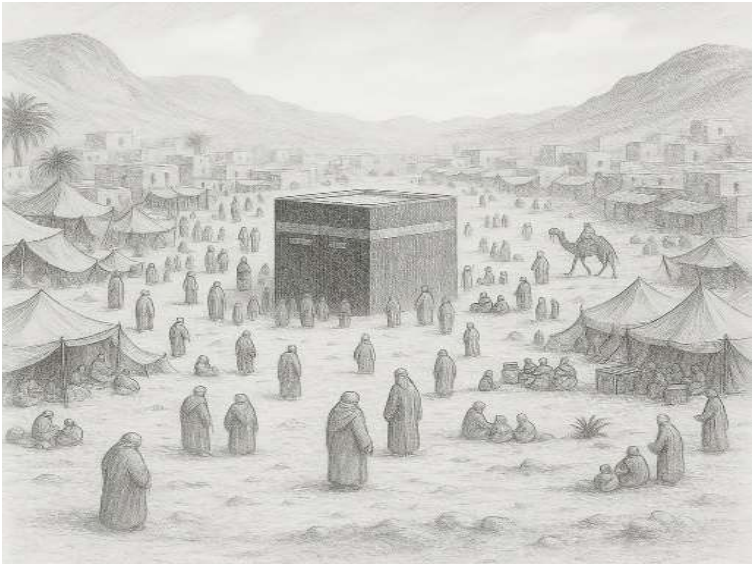

Makkah is a city in Arabia. It was famous (ফেইমাস : বিখ্যাত) for trading spices (স্পাইসেজ : মশলা), textiles (ঠেক্সটাইলস : কাপড়), and costly stones (কস্টলি স্টোন : দামী পাথর). Makkah was a popular (পপুলার : জনপ্রিয়) place for trading because it was located (লোখেইটেড : অবস্থিত) in the middle of several trade routes (সেভ্রাল ঠ্রেড রুটস : বিভিন্ন বাণিজ্য পথ).

The Birth of the Prophet

Once upon a time, in this ancient (এইনশ্যেন্ট : প্রাচীন) city of Makkah, a baby was born. His grandfather named him (নেইমড হিম : তার নাম রেখেছিল) Muhammad. The meaning of this name is—"the praised one." (প্রেইসড ওয়ান : প্রশংসিত-জন) His father's name was Abdullah. His mother's name was Aminah.

Muhammad's father Abdullah had died before he

The Call to Prophethood: Muhammad's Revelation[৪]

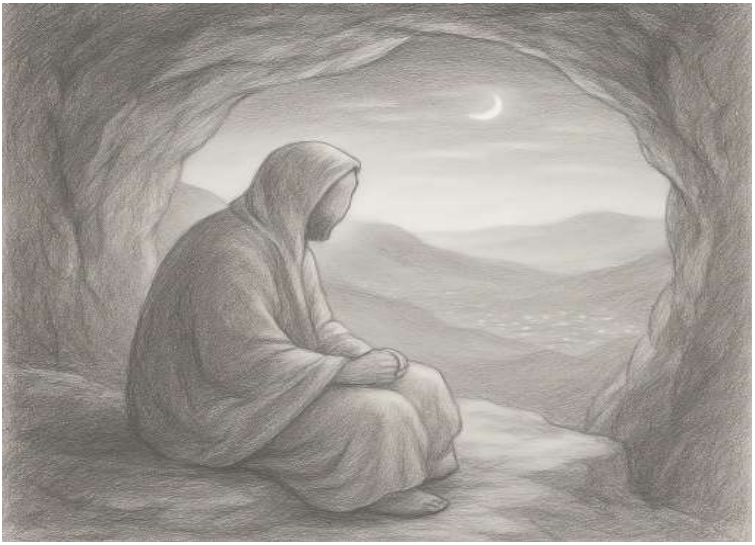

From his childhood (চাইল্ডহুড : শৈশবকাল), Muhammad (s) was very intelligent (ইন্টেলিজেন্ট : বুদ্ধিমান). His honesty, bravery (ব্রেইভারি : সাহসিকতা), justice (জাস্টিস : ন্যায়পরায়নতা), patience (পেইশেন্স : ধৈর্য), and friendship attracted (আট্র্যাক্টেড : মুগ্ধ করেছিল) everyone.

[৪] রেভলেইশ্যন : ওহী, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বার্তা

During his lifetime, he never worshiped any idols and he never drank (নেভার ড্র্যাঙ্ক : কখনও পান করেননি) any alcohol (এলকোহল : নেশাদ্রব্য).

Whenever he became alone, he was in deep thinking (ডিপ থিংকিং : গভীর চিন্তা) about the creation (খ্রিয়েইশ্যন : সৃষ্টি) of Allah. When Muhammad (s) was 38 years old, he decided to spend more time alone in Mount Noor.

There was a cave (খেইভ : গুহা) in the Mount Noor named Hira (নেইমড হিরা : হেরা নামে), which was two miles away from Makkah.

He spent a whole (হোল : সম্পূর্ণ) Ramadan in that cave. During the next year, he also spent the month of Ramadan (মান্থ অব রামাদান : রমজান মাস) in the Cave Hira. During the 3rd year of Ramadan in the Cave Hira, he was around 40 years old.

On the 21st of Ramadan, just before sunrise (জাস্ট বিফৌর সানরাইজ : সূর্যদয়ের ঠিক পূর্বে), Allah selected

him as the last and final (দ্য লাস্ট এন্ড ফাইনাল : সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত) prophet for all of the mankind (ম্যানখাইন্ড : মানবজাতি).

He was in deep thinking in his worship. Suddenly, Angel Jibril came in front of Muhammad (s) and said to him— "Read (পড়ো)".

Muhammad (s) became very scared and replied that he cannot read.

Angel Jibril held (হেল্ড : ধরলেন) and pressed (প্রেসড : চাপ দিলেন) him very hard with his chest (চেস্ট : বুক). After that, he released (রিলিজড : ছেড়ে দিলেন) him and the angel asked him again to read.

Again, Muhammad (s) replied that he cannot read.

The angel held him and pressed him again very hard and released him. Then he asked Muhammad (s) to read.

Muhammad (s) again said that he cannot read.

What happened to Muhammad after Abu Talib and Khadija's death?

When these two of Muhammad's greatest supporters Abu Talib and Khadijah (pbuh) died, the bad Quraysh got the chance (গট দ্য চান্স : সুযোগ পেয়েছিল) to insult (ইন্সাল্ট : অপমান করতে) Muhammad (s) everywhere.

Once a very bad man came to Muhammad (s)

and threw dust (ডাস্ট : আবর্জনা) on his head. When the prophet went back to his house, one of his daughters started to cry and helped him wash out (ওয়াশ আউট : ধুয়ে ফেলতে) his head.

Muhammad (s) told his daughter not to worry for him because Allah would always protect him.

But after Abu Talib and Khadija's death, it was very difficult for Muhammad (s) to talk about Islam to the people of Makkah. So, he decided to go outside of Makkah to invite the people to Islam.

As a plan (আজ আ প্ল্যান : প্ল্যান অনুযায়ী), Muhammad (s) and his adopted son (অ্যাডাপ্টেড সান : পালক পুত্র) Zayd started their journey to Taif by walking (বাই ওয়াকিং : হেঁটে). It was almost 60 miles East of Makkah.

On his way, whenever he saw any tribe, he invited them to Islam. But the people rejected him.

Finally, they reached the city of Taif.

The Conquest of Mecca: Muhammad's Triumphant Return[২৩]

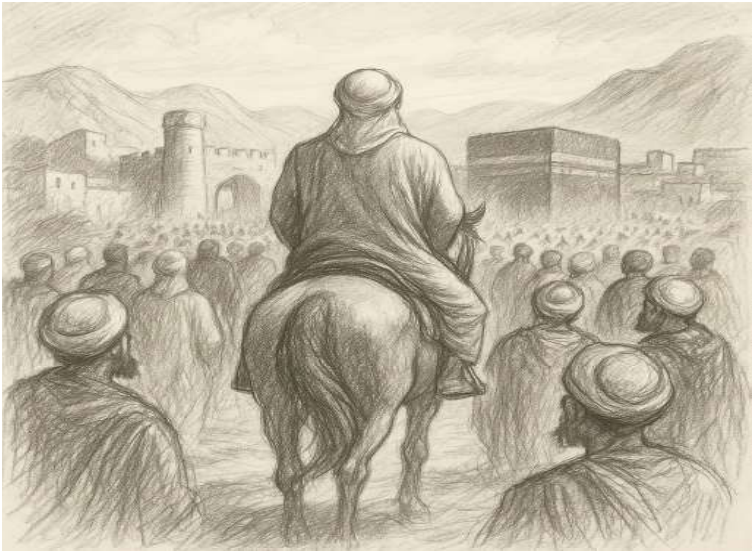

Now, it was the 8th Hijri year, and many important areas of Arabia were controlled by Muslims.

After winning the battle of Khaibar, Muslims controlled the Jews.

Muslims also signed (সাইন্ড : সাক্ষর করেছিল) a

[২৩] কনকোয়েস্ট : বিজয়। ট্রায়াম্ফ্যান্ট : বিজয়ী।

peace agreement (পিস এগ্রিমেন্ঠ : শান্তিচুক্তি) with the Quraysh in the 6th Hijri Year. The name of this agreement was—the Agreement of Hudaybia or the Hudaybiya Peace Agreement.

This agreement had two sides.

One side was Madinah and the Muslims. Another side was Makkah and the Quraysh.

According to this agreement, any other tribes can join with the Quraysh, if they want. Or they can join with Muslims if they want.

It was their choice with whom (উয়িদ হুম : কার সাথে) they would join.

There were two tribes in Makkah.

One is the Banu Khuzaa, another is the Banu Bakr. They were enemy of each other. They used to hate and fight each other for a long time.

After the Agreement of Hudaybia, Banu Khuzaa joined with Muslims and Banu Bakr joined with the Quraysh.

READING MASTERY 5

Zero to International Media

Khalid Ibnul Walid

The Unsheathed Sword of the Desert

স্ক্রিপ্ট : শায়খ ইয়াসির কাদি

পরিমার্জন ও সংশোধন : রাকিবুল হাসান

তাকমিল : মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর

ইফতা : জামিয়াতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া

শিক্ষার্থী : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স
দীপ্ত জ্ঞানের প্রপাত...

Walid bin Mughirah: The Welthiest Person of Makkah

Khalid bin Walid is the greatest general in the history of Islam. The Muslim Ummah has ever seen (হ্যাজ এভার সিন : কখনো দেখেনি) such a military genius (জিনিয়াস : প্রতিভা) after the Prophet Muhammad (pbuh). Not only Muslims, even the

world has ever witnessed such a great warrior (ওরিয়র যোদ্ধা).

Many of us (মেনি অব আস : আমাদের অনেকেই) don't realize that Khalid bin Walid did not begin his life as a military warrior. In fact, his life was more akin (একিন : সাদৃশ্যপূর্ণ) to a prince. He was raised up (রেইজড আপ : লালিত পালিত হয়েছেন) to be a prince, not a warrior. Seeing his military genius, we think that he was a warrior from his early life (আর্লি লাইফ : জীবনের শুরু থেকে). His father was the chieftain (চিফটেইন : প্রধান) of one of the tribes of the Quraysh. The Quraysh is a large tribe and it has lots of sub-tribes (সাব-ট্রাইবস : উপগোত্র). But three main sub-tribes were more famous and powerful. Leaders of the Quraysh were chosen from them.

The most famous sub-tribe was the Banu Hashim, its leader was Abu Talib. The second famous sub-tribe was—the Banu Abd Dar : whose leader (হুজ লিডার : যার নেতা) was Abu Sufyan. And the

The Story of the Blind Companion

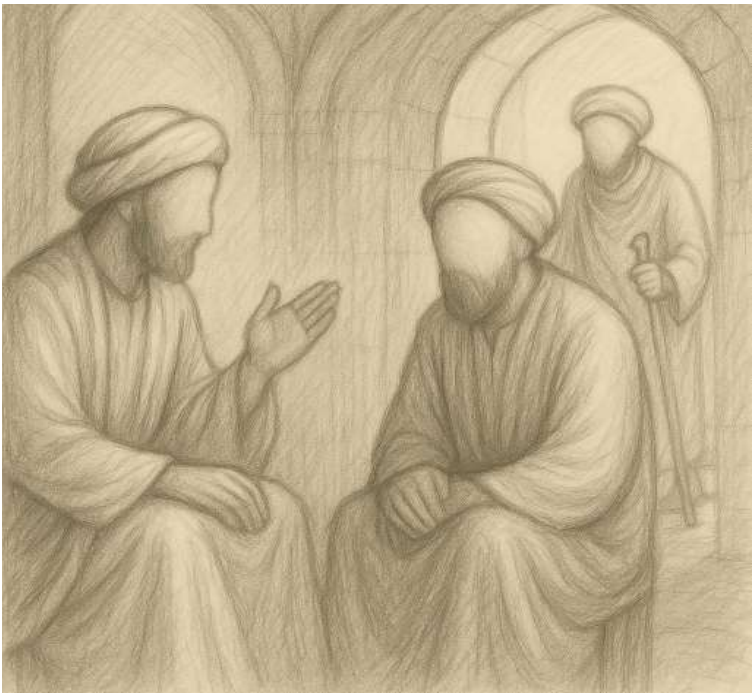

Allah revealed in the Quran an entire Surah talking about this incident. That is Surah Muddassir. In this Surah, Allah said—"Leave me alone for whom I created, I created him alone. I gave him money and I gave him sons."

Allah mentioned in this Surah the sons of Walid. And Khalid is one of his sons. So, you can say that Allah mentioned Khalid indirectly in the Quran.

I would mention another incident from the Quran about Walid bin Mughirah. Once, the Prophet was deeply engaged in conversation (গভীর আলাপে নিমগ্ন) with Walid, hoping that he would become a Muslim. The prophet could see some good qualities in him.

The prophet was really close to him and tried to convince him so that he accept Islam. That time, a blind man came and heard him preaching Islam. He was a new Muslim. He came tapping (ট্যাপিং : টুকটুক করে) quickly to the Prophet and asked some questions. The blind man was not a Qurayshi, he was a servant, and he didn't have royal blood.

So, Walid bin Mughirah scoffed (স্কোফড : খেকিয়ে উঠল) and sneered (স্নিয়ার্ড উপহাস করল)— "these are

The Fearless Horseman at Uhud!

In the Battle of Uhud, he wanted to do more than just to be a foot soldier.[11] Khalid had already established his reputation (রেপুঠেইশ্যন : সুখ্যাতি) as a warrior. He had already established a reputation in the arts of war (আর্টস অব ওয়ার : যুদ্ধকৌশল),

[১১] নিছক একজন পদাতিক সৈন্যের চাইতে বেশিকিছু করতে চাইলেন।

riding horse, the bow, arrow and military genius (মিলিটারি জিনিয়াস : সামরিক প্রতিভা).

At this time, Khalid was probably around 25 years old!

Only 25 years old, brothers and sisters!!

Though he was a young man, the elders of Makkah know his reputation.

Abu Sufyan was now the leader of Makkah.

He says—we will gather an army, the likes of which (দ্য লাইক অব হুইচ : যার মত) Makkah has never seen.

Who is going to be volunteer?

3000 people agreed to volunteer!!

A large army, very large.

Abu Sufyan now has to choose leaders of every squadron (স্কোয়াড্রন : বিশেষ অশ্বারোহী দল). He Himself Took the Leadership of the entire army. And then he chooses two main leaders.

Saifullahil Maslul: The UnleashedSword of Allah![২২]

In the Battle of Mutah, the Prophet said—I have assigned three commanders, one after the other. And he said—if the first commander dies, you take the second. If the second dies, you take

[২২] আনলিশড : উন্মুক্ত।

on to the third. And he didn't assume (ডিডন্ট এজিউম : ধারণা করেননি) that the third would die. The Battle of Mutah was a really difficult battle. It was neither a victory nor a loss. It was similar to Uhud, but perhaps not as severe as Uhud (তবে উহুদের মত তীব্র নয়).

The Battle of Mutah was a very dire (ডায়ার : ভয়াবহ) situation. All three of those, whom the prophet appointed (অ্যাপয়েন্টেড : নিয়োজিত করেছেন), died one after the other. And when the third one died, there was no leader that the prophet had appointed.

So, the Sahaba looked amongst themselves.

And they saw Khalid ibn Walid.

They said you need to be our leader.

He said I cannot do that. The Prophet didn't appoint me.

They said—we have no choice.

READING MASTERY 6

Zero to International Media

Amr and Salman

The Lame Warrior and a Persian Truth-Seeker

পরিমার্জন ও সংশোধন : রাকিবুল হাসান

তাকমিল : মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর

ইফতা : জামিয়াতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া

শিক্ষার্থী : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন
শিশু জ্ঞানের প্রপাত...

Amr ibn al Jamuh

During the days of Jahiliyyah, or the Days of Ignorance (ইগনোরেন্স : অজ্ঞতা), when Madinah was still called Yathrib, the inhabitants of this city used to worship many idols. Islam had not yet come (হ্যাড নট ইয়েট কাম : তখনো অব্দি আসেনি) to Yathrib and its people thought that these idols were partners (পার্টনার্স : অংশীদার) with Allah.

They made statues of these “gods”. People wanted and loved to have these statues in their homes. After a time, they began to worship the statues themselves. They believed them to have magical powers and they could hear and sometimes even speak. One of the people who believed in idols was a man named “Amr ibnul Jamuh”.

He was very serious about his belief. His idol, which was named Manat, was made of the most expensive (এক্সপেন্সিভ : দামী) wood (উ্যড : কাঠ) of the day. It was kept in a special room which was only for the purpose (পারপাস : উদ্দেশ্য) of its worship. He took very good care of it, perfuming (পারফিউমিং : সুগন্ধি লাগিয়ে দিত) it with the most exquisite scents (এক্সকুইজিট সেন্ট : সবচে দারুণ সেন্ট), rubbing (রাবিং : মালিশ করত) it with oils, and burning incense (ইনসেন্স : ধূপ জ্বালাত) before it.

He used to make sacrifices for it and seek its help at difficult moments in his life. Amr was one of

Amr's Desire to Meet Rasulullah

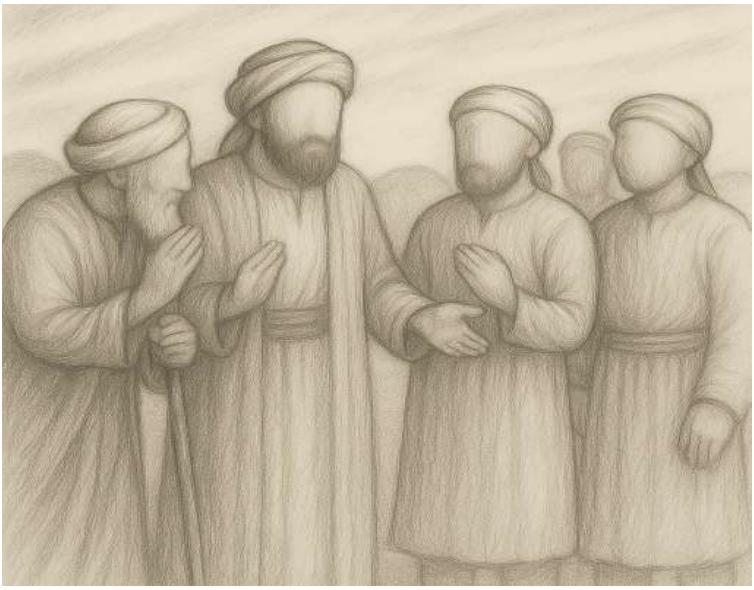

When Amr tasted the sweetness (সুইটনেস : মিষ্টতা) of Islam, he regretted (রিগ্রেটেড : অনুতপ্ত হলেন) very much for the time he had wasted in idolatry. He went, full of enthusiasm (এনথুজিয়াজম : উদ্দীপনা), and placed his body, his soul, his money and his sons at the service (এ্যাট দ্য সার্ভিস : সেবায়) of Allah and His Messenger.

After a long time, Amr saw his sons preparing themselves to confront the enemies of Islam, they were preparing to obtain (অবটেইন : অর্জন করতে) martyrdom (মার্টিডম : শাহাদাত) in the Battle of Uhud.

Seeing this, Amr's heart was on fire to join with them, to fight against the enemies of Islam.

So, he decided to go with them on Jihad under the leadership of Rasulullah.

But his sons were against this.

Not only was he too old but he was also crippled (ক্রিপলড : আক্রান্ত) with a lame foot.

So, they told him that—surely Allah would forgive him for his age and his lameness. Why would he take this burden (বার্ডেন : বোঝা) on himself, when Allah had exempted (এক্সেমটেড : রেহাই দিয়েছেন) him?

Out of their fear for his life, they continued arguing (খন্টিনিউড আর্গুইং : তর্ক করে যেতে লাগল) with

Salman al-Farsi

The story of Salman al-Farsi is one of the most amazing stories in history. He was one of the most beloved (বিলাভড : হৃদ্যতাপূর্ণ) men to the Prophet. His contributions (খনট্রিবিউশান : অবদান) to the Muslim Ummah are numerous (নিউমেরাস : অসংখ্য).

Salman al-Farsi struggled to find out the truth. He struggled too much to accept Islam. He spent

a long time in search of the true religion, in search of Allah.

He narrated his story in his own words. Let's listen his story from his own mouth. He said—

"I was a young Persian from Isfahan,[13] from a village called Jayy. My father was the lord (লর্ড : নেতা) of this village. He was the richest (রিচেস্ট : সবচেয়ে ধনী) man and the noblest (নোবলেস্ট : সবচেয়ে সজ্জন).

From the time I was born, I was the most beloved son of my father. His love for me was very strong. As time passed, he feared losing me so much that he confined (কনফাইন্ড : আবদ্ধ করে ফেলল) me to home, as if I were a prisoner.

My father was also a priest of the Zoroastrian[14] religion. He wanted me to be a priest of this religion. So, I became devoted (ডিভোটেড : উৎসর্গিত) to the Zoroastrian faith. Zoroastrians worship

[১৩] ইসফাহান : ইরানের একটি শহর।

[১৪] জরাস্ট্রিয়ান : প্রাচীন পারস্যের ধর্ম।

The brilliant proposal

Salman was freed right before the Battle of the Trench. When the Muslims learned of the huge force[29] that was marching against them, they called a meeting to decide how to defend the city. Everyone tried to come up with suggestions. But

[২৯] learned of the huge force : সুবিশাল সৈন্যদলের কথা জানতে পারল।

Rasulullah did not like anyone's suggestion.

Lastly, Salman al Farisi suggested that they dig a trench around Madinah, this was a kind of defense used in the large empires of the north like Persia, with which he was familiar.[30] But none in Arabia had ever used this[31] type of tactic (ট্যাকটিক : কৌশল) before.

The Muslims completed the trench in six days, just before the enemy arrived.

When the 'Ahzab'[32] came to attack, they found that they could neither jump over nor climb across the trench.

They were overwhelmed by this tactic.

They knew nothing about what to do now.

Their plans were completely frustrated (ফ্রাস্ট্রেইটেড : ব্যর্থ).

---

[৩০] with which he was familiar : যার সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন।

[৩১] none in Arabia had ever used this : আরবের কেউ কখনো তা ব্যবহার করেনি।

[৩২] আহযাব অর্থ দলসমূহ। খন্দকের যুদ্ধে যখন আরবের সবাই দলবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিল।

READING MASTERY 7

Zero to International Media

Abu Ubayda

A Fierce General's Saga

পরিমার্জন ও সংশোধন : রাকিবুল হাসান

তাকমিল : মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর

ইফতা : জামিয়াতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া

শিক্ষার্থী : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স
শিশু জ্ঞানের প্রপাত...

Arabs before the rise of Islam

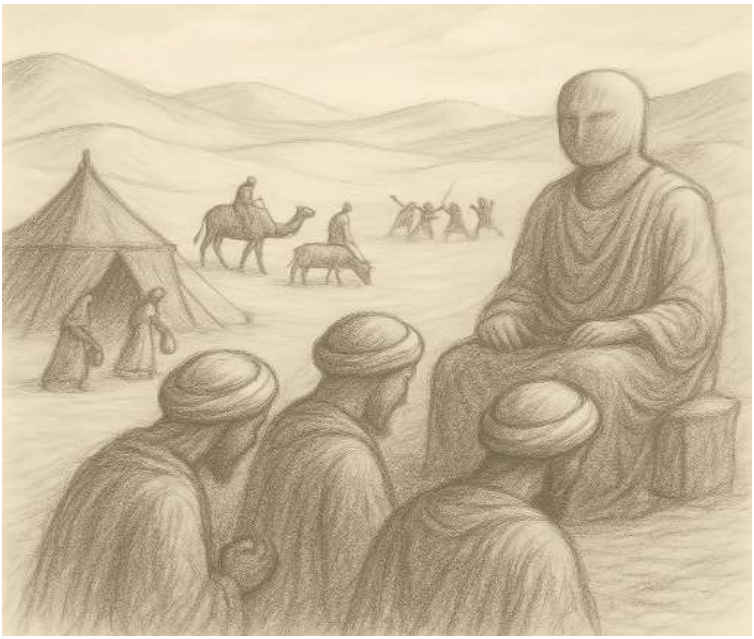

The Arab society (সোসাইটি : সমাজ) lived in the Arabian Peninsula (পেনিনসুলা : উপদ্বীপ) and its surrounding (সারাউন্ডিং : চারপাশের) areas. Some of them lived in towns. Most of them followed their group and flocks (ফ্লকস : ঝাঁক বা পশুপাল) in the desert. They were in search of food and water.

These tribes were usually involved (ইনভলভড : লিপ্ত) in wars with each other.

Before the rise of Islam, Jahiliyah flourished (ফ্লারিশড : প্রস্ফূটিত হয়েছিল) all over the world, not only in Arabia. This Jahiliyah killed every virtue (ভার্চু : সদগুণ) in the minds and hearts of human beings. Slavery, burying girls alive,[1] and injustices (ইনজাস্টিসেজ : অবিচার) were dominating (ডোমিনেইটিং : প্রভাব বিস্তার করছিল) the societies.

Youth and old were spending (স্পেন্ডিং : ব্যয় করত) their time grazing animals (গ্রেইজিং এনিম্যালস : পশু চড়িয়ে) or practicing trade during the day and nighttime, they were seeking trivial (ট্রিভিয়াল : তুচ্ছ) pleasures (প্লেজার : সুখ). The guidance brought by prophets was absent in their life.

The people of Arabia were idol worshippers.[2]

---

[১] Burying : বারিং—কবর দিত। Alive : এলাইভ—জীবিত। মেয়েদেরকে জীবিত কবর দিত।

[২] Idol Worshiper : আইডল ওয়রশিপার—মূর্তিপূজক।

The real test

The Muslims, at last, settled in Madinah under the protection of the Ansar (supporters). But the Quraish forced (ফোর্সড : বাধ্য করেছিল) the pagans of Madinah to exclude Muslims from Madinah. Otherwise (আদারওয়াইজ : অন্যথায়), the Quraish were planning to attack Muslims in Madinah.

They threatened the pagans to help them against Muslims. In this situation, Allah allowed the Muslims to fight for Islam, to ensure self-defense (সেল্ফ-ডিফেন্স : আত্মরক্ষা), and to protect Madinah. This fight is known in Islam as Jihad.

The First Battle Against the Idolaters[20]

The Muslims began patrolling (পেট্রোলিং : টহল দিতে) outside Madinah to secure its border. One day, they heard that a Quraish caravan (ক্যারাভান : কাফেলা) was passing nearby. They went towards it to check (চেক : প্রতিহত করতে). Abu Sufyan, the leader of the caravan, got the news of Muslims coming towards them. In fear of their attack, he changed his route (রুট : যাত্রাপথ) and managed to escape the Muslims.

At the same time, he sent a warning message (ওয়ার্নিং মেসেজ : সতর্কবার্তা) to the Quraish in Makkah that their trade caravan was in danger,

[২০] আইডল্যাটর্স : মূর্তিপূজারী।

and Muslims were coming to attack their caravan. The Quraish chiefs were furious to hear such a news. They immediately collected an army. The number of fighters in the army was one thousand.

This big army started marching (মার্চিং : কুচকাওয়াজ বা যুদ্ধের জন্য রওনা) toward Madinah to rescue (রেসকিউ : উদ্ধার) the caravan. On their way to Madinah, they received news that—the caravan escaped the Muslims. Now the caravan is safe. And there was no need to continue their march toward Madinah.

But some chiefs of the Quraish were very arrogant (অ্যারোগেন্ট : দাম্ভিক). They were insistent on attacking the Muslims and Madinah to destroy Islam. They insisted (ইনসিস্টেড : পীড়াপীড়ি করল) on continuing their march.

The Muslims received news of the huge Quraish army marching to Madinah. The army was

The Trench

Abu Ubaidah was also one of the Muslims who shared in digging (ডিগিং : খননকার্য) the trench in the Battle of the Trench. He took part in digging to protect Madinah against the attack of pagans. In this battle, pagans from all over

Arabia joined together to destroy Madinah. They were united (ইউনাইটেড : ঐক্যবদ্ধ). That's why this battle is called 'the Battle of the Confederates' (কনফেডারেইটস : মিত্রবাহিনি বা জোট). They gathered from all parts of the Arabian Peninsula to give Islam and the Muslims the final and fatal blow.[29]

Abu Ubaidah spent many days and nights guarding (গার্ডিং : পাহারা দিয়ে) the weak points (উয়িক পয়েন্টস : দুর্বল জায়গাগুলো) of the trench, lest (লেস্ট : নয়তো) any of the Confederate soldiers (কনফেডারেইট সোলজার : জোটবাহিনির সৈন্য) tried to cross the trench and attack Madinah. He was a witness (উয়িটনেস : সাক্ষী) to how much the Prophet trusted that—Allah would not leave them alone in the confrontation and how much the Prophet was confident that Islam would spread all over the world.

When they were digging the trench, a huge rock

[২৯] final and fatal blow : চূড়ান্ত এবং চরম আঘাত।

The Humble Governor

Abu Ubaidah continued his mission until he, with the Muslim army, spread his control over all of Syria. Hence, Umar commissioned him to be the Governor of Syria and Commander General of the largest Muslim army.

Abu Ubaidah, however, acted like any other humble soldier of his army. Power and position did not make him feel proud. He heard that the people of Damascus admired his morals much and were praising him in their conversations (কনভার্সেশনস : কথোপকথন).

He feared that he might feel any kind of self-admiration (আত্মপ্রশংসা বা আত্মমুগ্ধতা). So, he asked them to gather at one place and addressed them saying—"O People, I am a Muslim from the Quraish. Like anyone among you, whether white or black, who outweighs (আউটওয়েইস : ছাড়িয়ে যায়) me in piety (পায়েটি : ধার্মিকতা), then he shall be my master."

The Poor Governor

Umar bin Khattab, the Caliph, decided to visit Syria. Upon his arrival to Damascus, he asked people to take him to Abu Ubaidah's house. He found it a very humble house : empty of (এমটি

READING MASTERY 8

Zero to International Media

Khadijah and Fatimah

The Wife and Daughter of the Prophet

পরিমার্জন ও সংশোধন : রাকিবুল হাসান

তাকমিল : মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর

ইফতা : জামিয়াতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া

শিক্ষার্থী : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স
দীপ্ত জ্ঞানের প্রপাত...

Khadijah bint Khawaylid (r)

Narrated Abu Huraira, Jibril came to the Prophet and said—"Allah's Messenger! This is Khadija, coming to you with a dish of meat soup. When she reaches you, greet her (গ্রিট হার : তাঁকে সালাম জানান) on behalf of (অন বিহাফ অব : পক্ষ থেকে) her Lord Allah and my behalf". (Al-Bukhari)

Abdullah bin Abbas narrated that one day the Prophet drew four lines on the earth and asked his Companions if they understood what these lines stood for (স্টুড ফর : বুঝাচ্ছে). They respectfully replied that the Prophet knew better.

He then told them that these lines stood for the four foremost ladies (ফরমোস্ট লেডিস : শীর্ষস্থানীয় নারী) of the universe. They were Khadijah bint

Khawaylid : Fatimah bint Muhammad : Maryam bint Imran, the mother of the Prophet Isa : and Asiah bint Mazahim, the wife of the Pharaoh.

Khadijah bint Khawaylid is the mother of all the believers : Fatimah is the daughter of the Prophet and the leader of the women in Paradise.

Rasulullah said that—'I have not yet found a better wife than her. She had faith in me when everyone, even members of my own family and tribe did not believe me. And accepted that I was truly a Prophet and a Messenger of Allah. She converted (কনভার্টেড : ধর্মান্তরিত হলেন) to Islam, spent all her wealth and worldly goods (ওয়ার্ল্ডলি গুডস : পার্থিব পণ্য) to help me spread Islam. And this too at a time[1] when the entire world (এনটায়ার ওয়ার্ল্ড : সারা দুনিয়া) seemed to have (সিমড টু হ্যাভ : মনে হচ্ছিল) turned against me and persecuted (পার্সিকিউটেড : নির্যাতন করেছে) me. And it is through her that Allah blessed me with children.'[2]

---

[১] এবং এটিও ছিল এমন এক সময়ে যখন...

[২] it is through her : এবং তার মাধ্যমে। Allah blessed me with children : আল্লাহ আমাকে সন্তান দিয়েছেন।

The Prophet had six children by Khadijah. Four daughters and two sons.

The four daughters grew up to be faithful and courageous daughters of Islam. They were—Zainab, Ruqayyah, Umm Kulthom, and Fatimah (r). They all migrated to Madinah with the Prophet. The first three daughters died during the lifetime of Muhammad. Just his beloved daughter Fatimah lived six months after his death.

The Prophet had three sons, two by Khadijah. The third one—Ibrahim, was by Maria Qibtiyah.

The first son was named Qasim and the Prophet came to be known (পরিচিত হয়েছেন) as Abul Qasim. The second son, Abdullah was also known as Tahir or Tayyab. Both died in their childhood. As a result, the disbelievers were overjoyed that the Prophet had no heirs (এয়ার্স : উত্তরাধিকার).

The third son, Ibrahim was born by Maria Qibtiyah. He also died in infancy.

On the day Ibrahim passed away, there was a solar

eclipse (সোলার এক্লিপ্স : সূর্যগ্রহণ). The Arabs of ancient times were superstitious (সুপার্স্টিশাস : কুসংস্কারাচ্ছন্ন). They associated (এসোসিয়েটেড : সম্পর্কযুক্ত করে ফেলল) this eclipse with the death of Ibrahim. Many Muslims also started associating the solar eclipse with his death.

So, the Prophet immediately went up and gave a sermon (সের্মোন : খুৎবা). In this sermon, he said—'Solar and lunar (লুনার : চন্দ্র) eclipses are signs of Allah. They never occur (ওকর : ঘটা) because of the death of any human being. When you see any of these, offer Salah (নামাজ পড়ো).'

His enemies now started calling him Abtar—The one who had no sons or daughters. Whose lineage (লিনিয়াজ : বংশধারা) is cut off. Then Allah revealed to him the beautiful Verses of Surah Al-Kauthar (আল কাউসার), saying that—'Verily (ভেরিলি : নিঃসন্দেহে), We have granted you Al-Knuthar. Therefore, turn in prayer to your Lord and do sacrifice. It is your enemy, who will be cut off.'

Fatimah bint Prophet Muhammad

Fatimah was the youngest daughter of the Prophet and his favorite. She married the Prophet's cousin Ali bin Abi Talib. And she was the mother of the great martyrs of Islam—Hasan and Husain.

She was born in Makkah, a few years before her father was granted Prophethood. Though both Muhammad and Khadijah already had three daughters before Fatimah, they expressed great happiness at her birth.

Going against the custom (কাস্টম : রীতি) of Arabia, her mother did not send her beloved (বেলাভেড : ভালোবাসার) youngest daughter away to be breastfed (ব্রেস্টফেড : দুগ্ধপান) in any of the surrounding villages. Some years later, her father was declared by Allah to be His Prophet and last Messenger.

She, her mother, and her three elder sisters—Zainab, Ruqayyah, and Umm Kulthoom—accepted Islam. They believed their father as Allah's Messenger from the very beginning. She spent[17] her early years under the loving and tender (টেন্ডার : কোমল) care of her parents.

She would protect her father against all odds (অডস : বিড়ম্বনা) and at all times, with courage and conviction (কনভিকশ্যন্স : প্রত্যয়).

At the very tender age of ten, she had gone (হ্যাড-গন : যেতে হয়েছিল) through the siege of Shiab Abi Talib. And it was by no means a short siege (সিজ : অবরোধ) : it lasted for three long years. It was a total social (সোশ্যাল : সামাজিক) and economic boycott, where children sobbed (সবড : ফুপিয়ে কাঁদত) with the pains of hunger. Mothers and sisters were tormented (টরমেন্টেড : মর্মপীড়া পেয়েছিল) by the sight (সাইট : দেখে) of loved ones (লাভড ওয়ানস :

[১৭] Spend : স্পেন্ড-অতিবাহিত করা। spent : অতিবাহিত করেছিল।

(রিমার্কেবল : উল্লেখযোগ্য) patience.

She fought like a courageous (কারেজাস : সাহসী) little tigress (টাইগ্রেস : বাঘিনী) to defend her father and protect him. She would stand in front of him to shield (শিল্ড : আবরণ দিতে বা রক্ষা করতে) him from the attacks of devilish (ডেভিলিশ : শয়তানতুল্য) men like Abu Jahl, Utbah, and Shaibah.

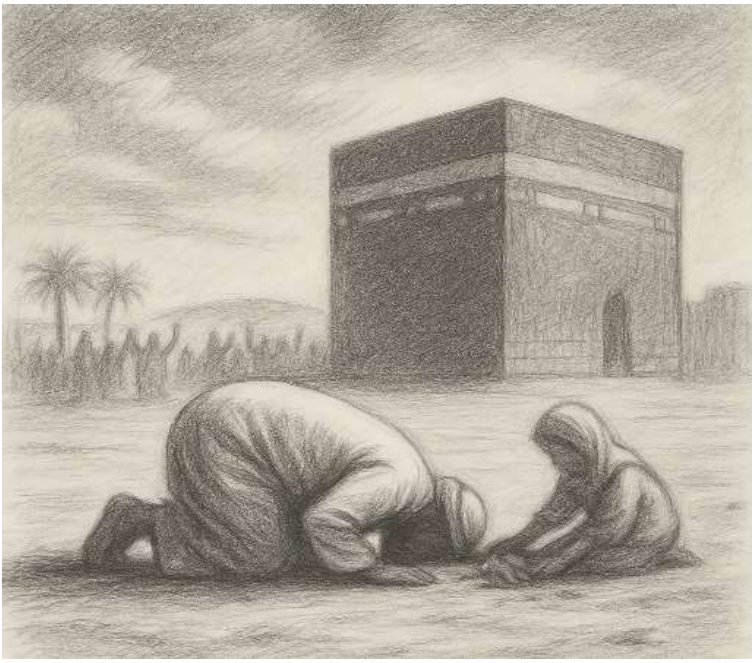

On one occasion, the Prophet went into the sanctuary (স্যাংচুরি : নিরাপদ স্থান বা হারাম শরিফ) of

Makkah with some of his Companions and started to pray. The disbelievers had just then sacrificed (স্যাক্রিফাইসড : জবাই করেছিল) a camel. The filth (ফিলথ : ময়লা-আবর্জনা) and bowels (বাউলস : নাড়িভুঁড়ি) of the camel were lying there.

A horrible idea came to Abu Jahl. He asked—who among his friends would like to lift (লিফট : উঠানো) all that filth, and pile (পাইল : স্তুপ করা বা জমা করা) it on the back of Muhammad!

Oqbah bin Abi Muaeet, the lowest of the low among his friends, got up shrugging (শ্রাগিং : ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে) his shoulders and said—he would perform the task.

And he lifted the bloody filth and piled it on the Prophet's back while he was prostrating (প্রোসট্র্যাটিং : সেজদা করছিলেন). All of them then broke into devilish laughter (লাফটার : অট্টহাসি).

When the news of this act reached Fatimah, she rushed to the sanctuary. And removed all the filth with her little hands. And threw it into the distance.

Prophet passed away, no one ever saw Fatimah smile. And her grief (গ্রিফ : শোক) remained visible on her face till she passed away, six months later.

"To Allah we belong and to Him we return."—Surah Al-Baqarah, 2:156)

Ali and her four children—Hasan, Hussian, Zainab, and Umm Kulthoom were left to mourn her death at a very young age.[54] She was given

[৫৪] আলি (রা) এবং তার চার সন্তান অতি তরুণ বয়সেই তার (ফাতিমার) মৃত্যুর বিলাপ করতে/ শোক

READING MASTERY 9

Zero to International Media

English News Unlocked

A Beginner's Guide to Understanding International Newspapers

সংকলন ও সম্পাদনা : রাকিবুল হাসান

তাকমিল : মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর

ইফতা : জামিয়াতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া

শিক্ষার্থী : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স
দীপ্ত জ্ঞানের প্রপাত...

প্রথম সংবাদ

প্রথম ধাপ—

সংবাদটির সারাংশ পড়ুন :

উইঘুরে মুসলিমদেরকে জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। কিন্তু চীন সরকার এগুলোকে বন্দিশিবির হিশেবে স্বীকার করে না। তারা এগুলোকে বিশ্বের সামনে চাইনিজ 'পুনশিক্ষা' কেন্দ্র হিশেবে প্রচার করে। মুসলিমরা এখানে প্রকৃত চীনা হওয়ার শিক্ষা নিতে যায়। কিন্তু চীনের অত্যন্ত গোপনীয় এই কারাগারের বেশকিছু নথি হ্যাক করা হয়েছে। নথিগুলো প্রথমবারের মত উইঘুরদের উপর চীনা কর্তৃপক্ষের নিদারুণ নিপীড়নের কথা তুলে ধরছে। এগুলোতে দেখা যাচ্ছে বন্দিদের নাম-ধাম, ছবি, জেলখানার নিয়মাবলি। এসব থেকে প্রমাণিত হয় এগুলো আসলে পুনশিক্ষাকেন্দ্র নয়, এগুলো জেলখানাই। তবে গতানুগতিক জেলখানার চাইতে কিছুটা ভিন্ন।

এসব পুনশিক্ষা কেন্দ্র থেকে আবার হাজার হাজার উইঘুর মুসলিমকে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করে একদম আসল জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দেখা যাচ্ছে এসব পুনশিক্ষাকেন্দ্রগুলোর যে চেইন অব কমান্ড, অর্থাৎ এগুলো যে ধাপে ধাপে পরিচালিত হয়, তা একদম চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে।

তৃতীয় ধাপ—

শব্দার্থগুলো শিখুন :

» Detention camps (ডিঠেনশন খ্যাম্পস) : বন্দিশিবির

» Secretive (সিখ্রেঠিভ) : গোপনীয়

» Mass incarceration (ম্যাস ইনখারসেরেইশ্যন) : গণ-বন্দি, গণহারে কারাগারে বন্দি করে রাখা বা ধরে নিয়ে যাওয়া

» Shoot-to-kill policy দেখা মাত্রই গুলি করে মেরে ফেলার নীতি

» Cache (খ্যাশ) : জমা হওয়া তথ্য, তথ্যভাণ্ডার

» Authenticate (অথেন্ঠিখেইট) : অথেনটিসিটি বা বিশুদ্ধতা যাচাই করা

» Insights (ইনসাইট) : অন্তর্দৃষ্টি, উপলব্ধি, কোনোকিছু সম্পর্কে নতুনভাবে বুঝতে শেখা

» Internment (ইন্টার্নমেন্ট) : বন্দি করা, বন্দিত্ব

» Minorities (মাইনরিটিজ) : সংখ্যালঘু বা সংখ্যায় কম এমন সম্প্রদায়

» Coincides (খোইন্সাইডস) : দৈবক্রমে একটা কাজ আরেকটা কাজের সাথে মিলে যাওয়া বা একই সময়ে ঘটা

» Controversial (খন্ট্রোভার্শ্যাল) : বিতর্কিত

» Critics (খ্রিটিক্স) : সমালোচক

» Concerned (খনসার্নড) : চিন্তিত, উদ্বিগ্ন, কোনোকিছু নিয়ে নিজের চিন্তা বা উদ্বেগ প্রকাশ করা

» Itinerary (আইটেনেরারি) : ভ্রমণসূচি, সফরসূচি

» Reveals (রিভিলস) : প্রকাশ করা

» Unprecedented (আনপ্রিসিডেন্ঠেড) : অভূতপূর্ব, পূর্বে কখনোই

চতুর্থ ধাপ—

সংবাদটি ইংরেজিতে পড়ুন, বুঝতে না পারলে বাংলা দেখুন :

English	Bangla
The Faces from China's Uyghur Detention Camps	উইঘুর বন্দিশিবিরের মুখগুলো
John Sudworth BBC	জন সডওয়ার্থ (সাংবাদিকের নাম) বিবিসি (পত্রিকার নাম)
Thousands of photographs from the heart of China's highly secretive system of mass incarceration in Xinjiang, as well as a shoot-to-kill policy for those who try to escape, are among a huge cache of data hacked from police computer servers in the region.	চীনের জিনজিয়াং এর উচ্চমাত্রার গোপনীয় গণকারাগারের প্রাণকেন্দ্র থেকে হাজার হাজার ছবি—যারা সেখান থেকে পালাতে চাইবে তাদেরকে দেখামাত্রই গুলির নীতিমালা সম্পন্ন—পাওয়া গেছে যেগুলো এই অঞ্চলের পুলিশের কম্পিউটার সার্ভার থেকে হ্যাককৃত বিশাল তথ্যভাণ্ডারের ভেতর রয়েছে।
The Xinjiang Police Files, as they're being called, were passed to the BBC earlier this year.	জিনজিয়াং পুলিশ ফাইলগুলো—এগুলোকে এখন এই নামেই ডাকা হচ্ছে—বিবিসির নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এই বছরের শুরুর দিকে।

The hacked files contain more than 5,000 police photographs of Uyghurs taken between January and July 2018.	হ্যাক হওয়া নথিতে রয়েছে পুলিশের তোলা উইঘুরদের ৫ হাজারেরও বেশি ছবি, যা তোলা হয়েছে ২০১৮ সালের জানুয়ারি এবং জুলাইয়ের মাঝে।
Using other accompanying data, at least 2,884 of them can be shown to have been detained.	সাথে থাকা অন্যান্য তথ্য ব্যবহার করে দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্য থেকে কমপক্ষে ২৮৮৪ জন বন্দি হয়েছে।
And for those listed as being in a re-education camp, there are signs that they are not the willing "students" China has long-claimed them to be.	এবং যারা পুনশিক্ষা ক্যাম্পে তালিকাভুক্ত হয়েছে, নিদর্শনাবলি বলছে—তারা স্বপ্রণোদিত 'শিক্ষার্থী' নয়, যা চীন দীর্ঘ সময় ধরে তাদের ব্যাপারে দাবি করে আসছে।

পঞ্চম ধাপ—

আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে প্রথমে সংবাদের যে বাংলা দেওয়া হয়েছে, সেটা ছিল খুবই ইজি এবং অনুধাবন যোগ্য। পরবর্তীতে ইংরেজির পাশের বক্সে যে বাংলা দেওয়া হয়েছে সেটা অতটা অনুধাবনযোগ্য নয়। এর কারণ হল দ্বিতীয় অনুবাদটিতে ইংরেজির মৌলিকত্ব রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় একটা বাক্যের ভেতর আরও দুই তিনটা বাক্য ঢুকে যায়। এগুলোর অর্থ ঠিকঠাক বুঝে উঠা দুষ্কর।

দ্বিতীয় সংবাদ

প্রথম ধাপ—

সংবাদটির সারাংশ পড়ুন :

মিয়ানমারে বর্তমানে গৃহযুদ্ধ চলছে। সেখানে দুটি পক্ষ। এক পক্ষে আছে সামরিক সরকার বা সেনাবাহিনি। তারা নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিয়ানমারের ক্ষমতায় বসেছে। তাদেরকে হটানোর জন্য লড়াই করছে জনগণের সরকার বা ন্যাশনাল ইউনিটি ফ্রন্ট। এই ফ্রন্টের সামরিক বাহিনির নাম দ্য পিপলস ডিফেন্স ফোর্স।

এই ফোর্স সেনাবাহিনির মূল কেন্দ্র নাইপিডোতে ড্রোন আক্রমণ চালিয়েছে, যা মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধে সেনাবাহিনির বিরুদ্ধে জনগণের সরকারের অনেক বড় সফলতা হিশেবে মনে করা হচ্ছে। আক্রমণ নিয়ে ন্যাশনাল ইউনিটি ফ্রন্ট একটি বিবৃতি দিয়েছে। এ নিয়েই মূলত সংবাদটি।

দ্বিতীয় ধাপ—

শব্দার্থগুলো শিখুন[১] :

[১] পত্রিকা পড়তে হলে কি সব শব্দার্থ জানতে হবে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ শব্দার্থের পিছনে পড়লে আর পত্রিকা পড়া হয় না। কারণ শব্দার্থ খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্তি এসে যায়। এর প্রথম কারণ তো হল—আমরা

» Revel (রেভেল) : ফুর্তি করা, আনন্দ করা

» Attempted (এ্যাঠেমঠেড) : চেষ্টা চালিয়েছিল

» Junta (জান্তা) : সামরিক বাহিনি যখন দেশের ক্ষমতা দখল করে নিজেদের সরকার বসায়, সামরিক সরকার

» Stronghold (স্ট্রংহোল্ড) : শক্ত ঘাঁটি

» Dent (ডেন্ঠ) : ফুটো করে ফেলা, টেব খাইয়ে ফেলা, ক্ষতিগ্রস্ত করা

» Credibility (খ্রেডিবিলিঠি) : গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা

» Well-equipped (ওয়েল-ইখুইপড) : সরঞ্জামাদি দিয়ে ভালভাবে সজ্জিত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত

» Sovereignty (সভরেইনঠি) : সার্বভৌমত্ব

» Coordinated (খো-অর্ডিনেইঠেড) : সমন্বিত, সবাই একত্রে মিলে

» Facilities (ফ্যাসিলিঠিজ) : দালানকোঠা, সুযোগসুবিধা

» Brazen (ব্র্যাজেন) : বেশরম, নির্লজ্জ

» Bulletin (বুলেঠিন) : ক্ষুদ্র সংবাদ, বিশেষ সংবাদ, সরকারি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, বুলেটিন

» Naypyitaw (নাইপিডো) : মিয়ানয়ারের রাজধানীর নাম, একটি শহর

» Fixed-wing (ফিক্সড উইং) : স্থির ডানা বিশিষ্ট, যে ড্রোনের ডানা ভাজ হয় না

» Explosives (এক্সপ্লোসিভ) : বিস্ফোরক

পত্রিকা যথাযথভাবে পড়া শুরু করি না, তাই এমন হয়। আমাদের দেওয়া দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পত্রিকা পাঠ শুরু করলে এই ধরনের সমস্যা হবে না। দ্বিতীয়ত, পত্রিকা পড়তে হলে সমস্ত শব্দার্থ বুঝতে হয় না। যদি আপনি দেখেন যে এই শব্দের অর্থ ছাড়াও বাক্যটাতে কী বলতে চাচ্ছে, তা মোটামুটি ধরে ফেলতে পারছেন, তাহলে শব্দার্থের পেছনে সময় ব্যয় করবেন না। আর যদি এমন হয় যে বাক্যের প্রধান শব্দটির অর্থই ধরতে পারছেন না, ফলে বাক্যটির অর্থও বুঝা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই শব্দার্থটি জেনে নিতে হবে।

তৃতীয় ধাপ—

সংবাদটি ইংরেজিতে পড়ুন, বুঝতে না পারলে বাংলা দেখুন :

English	Bangla
Myanmar militias revel after attempted drone attacks on junta's stronghold capital	সামরিক জান্তা সরকারের শক্তিকেন্দ্র রাজধানীতে ড্রোন আক্রমণের পর মিয়ানমার মিলিশিয়াদের উল্লাস
The attack could dent the credibility of a well-equipped military that sees itself as the sole protector of Myanmar's sovereignty	আক্রমণটি (আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে) সুসজ্জিত সেনাবাহিনির—যা নিজেকে মিয়ানমারের সার্বভৌমত্বের একমাত্র রক্ষক হিশেবে দেখে—গ্রহণযোগ্যতা ফুটো করে ফেলতে পারে।
Reuters Published: 5 April 2024 Updated: 5 April 2024	রয়টার্স (যেখানে মূল সংবাদটা প্রকাশিত হয়েছে) প্রকাশ : ৫ এপ্রিল ২০২৪ সর্বশেষ আপডেট : ৫ এপ্রিল ২০২৪
Anti-junta forces in Myanmar attempted coordinated drone attacks on military facilities in its capital on Thursday, army TV and a parallel government said, in a brazen challenge to a military struggling to govern and fighting battles on multiple fronts.	বৃহস্পতিবার মিয়ানমারের জান্তাবিরোধি শক্তিগুলো রাজধানীতে সামরিক বাহিনির ঘাঁটিতে সমন্বিত ড্রোন হামলার চেষ্টা চালিয়েছে, আর্মি টিভি এবং সমান্তরাল একটি সরকার বলেছে, সেনাবাহিনির—যা দেশ পরিচালনার জন্য ধুঁকছে এবং বহু ফ্রন্টে লড়াই করতে হচ্ছে[2]—প্রতি বেপরোয়া এক চ্যালেঞ্জে।

[২] মোটা ও বাকা অংশটি লক্ষ্য করুন। 'সেনাবাহিনি' শব্দটি বাক্যের একটি অংশ। কিন্তু বাক্যের এই অংশটুকুর

Al-Aqsa : The history of Jerusalem's iconic[৩] mosque

Aaya Al-Shamahi, A Alaa and Umar A Farooq

(Middle East Eye)

Dominating Jerusalem's skyline,[4] the al-Aqsa mosque is the jewel (জুয়েল : রত্ন) in the crown (খ্রাউন : মুকুট) of the historic Old City. Holding a rich history for Muslims, Jews (জ্যু : ইহুদি), and Christians alike (এ্যালাইখ : একইভাবে),[5] its beauty is both physical and transcendental (ট্রান্সেন্ডেন্ঠাল : স্বর্গীয়) to the thousands of worshippers who visit every year.

Covering 144,000 square metres, the complex includes the golden-topped (উপরে সোনায় মোড়ানো) Dome of the Rock—arguably[6] Jerusalem's most

[৩] আইখনিক : প্রতীকতুল্য।

[৪] জেরুজালেমের আকাশ দখল করে থাকা ... (সুউচ্চ ভবন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।)

[৫] মুসলিম, খৃষ্টান এবং ইহুদি সবার জন্য সমৃদ্ধ ইতিহাস ধারণ করতঃ ...

[৬] তর্কযোগ্যভাবে ধরে নেওয়া হয় যা জেরুজালেমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্মৃতিচিহ্ন।

It features an Indian elephant, Chinese dragons, a Greek water mechanism, an Egyptian phoenix (ফিনিক্স), and wooden robots (কাঠের রোবট) in traditional Arabian attire.[29] The timing mechanism (সময় নির্ধারণের পদ্ধতি) is based on a water-filled bucket (পানিভর্তি বালতি) hidden inside the elephant (হাতির ভেতর লুকানো).

The Camera Obscura

The greatest scientist of the medieval world was a 10th century Arab by the name of Ibn al-Haytham. Among his many contributions to optics (আলোকবিদ্যা, দৃষ্টি সংক্রান্ত বিজ্ঞান) was the first correct explanation of how vision works.[30] He used the Chinese invention of the camera obscura (or pinhole camera) to show how light travels in straight lines (স্ট্রেইঠ লাইন : সরল রেখায়) from the object to form an inverted image on the retina.[31]

---

[২৯] এতে রয়েছে ভারতীয় হাতি, চীনা ড্রাগন, গ্রিক জলঘড়ির প্রযুক্তি, মিশরীয় ফিনিক্স (রূপকথার পাখিবিশেষ) এবং ঐতিহ্যবাহী আরব পোশাক পরিহিত একটা কাঠের রোবট।

[৩০] অপটিক্সে তার বহু অবদানের একটি হল—দৃষ্টিশক্তি কিভাবে কাজ করে, এর সর্বপ্রথম সঠিক ব্যাখ্যা।

[৩১] to form an inverted image on the retina; চোখের রেটিনায় বস্তুর উলটানো ইমেজ তৈরি করতে।

READING MASTERY 10

Zero to International Media

Editorials Uncovered

Mastering English through Global Editorials

সংকলন ও সম্পাদনা : রাকিবুল হাসান

তাকমিল : মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর

ইফতা : জামিয়াতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া

শিক্ষার্থী : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাউন্টেন
পা ব লি কে শ ন্স
দীপ্ত জ্ঞানের প্রপাত...

I'm a climate[১] scientist. If you knew what I know, you'd be terrified[২] too

Opinion by Bill McGuire (CNN)

Are you frightened (ফ্রাইঠেন্ড : ভীত) by climate change? Do you worry about what sort of world (কোন ধরনের দুনিয়ায়) we are bequeathing (বিকুইথিং : অর্পণ করা) to our children and grandchildren? In the words of science writer and author of "The Uninhabitable Earth" David Wallace-Wells, "No matter how well informed (ভালোভাবে অবগত) you are, you are surely not alarmed (এলার্মড : সতর্ক) enough."[3]

I would put it even more strongly.

If the fracturing (ফ্র্যাকচারিং : ফাটল ধরানো) of our once stable climate (এক সময়ের সুস্থির জলবায়ু) doesn't terrify you, then you don't fully understand it.

---

[১] ক্লাইমেট : জলবায়ু।

[২] ঠেরিফাইড : আতঙ্কিত।

[৩] আপনি যত ভাল অবগতই হোন না কেন, আপনি যথেষ্ট সতর্ক না।

But would telling it like it is (যেমন আছে, ঠিক তেমন করেই বলা) do the trick, or would the burden of truth be too much to bear?[12]

A major psychological (সাইকোলোজিক্যাল : মনস্তাত্ত্বিক) study, published by the scientific journal Lancet Planetary Health in 2021, found that most 16–25 year olds in 10 countries across the globe were moderately to extremely worried about climate change,[13] but more than half felt overwhelmed and powerless to act. It would seem reasonable to argue, on this basis, that painting an even worse picture wouldn't help.[14] But if this is the case, does it mean we shouldn't provide people with the full facts if they are too scary?[15] Surely not.

In fact, this isn't a matter of scaring or not scaring

দ্রুত ব্যবস্থা নিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক—এমন অবস্থায় আমাদের, জলবায়ু বিজ্ঞানীদের, একমাত্র পথ হলো জনগণকে জাগিয়ে তোলা, যাতে তারা ব্যালট বাক্স এবং ভোক্তার পছন্দের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিপুল পরিবর্তনগুলো আরোপ করতে বাধ্য করে, যা বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে।

[১২] কিন্তু তা বলা অনেকটা ম্যাজিক দেখানোর মত, নাকি সত্যের ভার বহনের জন্য খুব বেশি ভারী?

[১৩] দশটি দেশের ১৬-২৫ বছর বয়েসীরা জলবায়ু নিয়ে মোটামুটি থেকে শুরু করে তীব্র মাত্রায় চিন্তিত। কিন্তু তাদের অর্ধেকেরও বেশি বিষয়টি নিয়ে খুবই হতবিহ্বল কিংবা কোনো এ্যাকশন নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে অক্ষম মনে করে!

[১৪] It would seem reasonable to argue, on this basis, that painting an even worse picture wouldn't help; এই বিতর্ক যৌক্তিক, এর উপর ভিত্তি করে, যে আমরা যদি (সমাজের) এরচেয়েও ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কন করি, সেটি কোনো কাজে আসবে না (কারণ মানুষ আরও ভীত ও নিজেদেরকে আরও ক্ষমতাহীন ভাবতে শুরু করবে)।

[১৫] But if this is the case, does it mean we shouldn't provide people with the full facts if they are too scary?; কিন্তু এর অর্থ কি এই যে—মানুষ অতিমাত্রায় ভীত বলে আমরা তাদেরকে পুরো বিষয়টা জানাচ্ছি না?

The bottom line (শেষ কথা হল) is that many things in life are scary or worrying, from going to the dentist to noticing a potential sign of cancer, but ignoring them almost invariably (ইনভ্যারিয়াবলি : অনিবার্যভাবে) results in something far worse happening down the line.[22]

Climate change is no different. Everyone has the right to know the facts—scary or not—so as to provide the opportunity to act based upon the reality of what we are doing to our planet (প্লানেট : গ্রহ), and not on some sanitized (স্যানিঠাইজড : পরিশুদ্ধকৃত) version.

Rather than leading to inaction, I believe this could be transformative (ট্রান্সফর্মেটিভ : বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নকারী).[23]

---

[২২] শেষ কথা হল, জীবনে অনেক কিছুই ভীতিজনক বা উদ্বেগজনক, যেমন দন্তচিকিৎসকের কাছে যাওয়া থেকে শুরু করে ক্যান্সারের সম্ভাব্য লক্ষণ দেখা। কিন্তু তাই বলে এগুলো উপেক্ষা করা অনিবার্যভাবেই এমন ফল বয়ে আনে যা আরও অনেক খারাপ হতে পারে।

[২৩] আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আপনি কি বিষয়গুলো পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন? সম্ভবত পারেননি। এই বিষয়টা বুঝানোর জন্যই ইচ্ছাকৃতভাবে আমি এখানে পরিবেশ ও অন্যান্য নানা বিষয়ে সম্পাদকীয় এবং উপসম্পাদকীয়গুলো একত্র করেছি।

ভয় পাওয়া যাবে না। শতভাগ না বুঝলেও পড়া চালিয়ে যেতে হবে। কারণ এই বিষয়গুলো শুধু ইংরেজি জানা কিংবা না জানার সাথে সম্পৃক্ত না। বরং যে বিষয়টা বলা হচ্ছে, সে বিষয়ে কতদূর জানাশোনা আছে, সেটাও বিবেচ্য। তাই ইংরেজি ভাষা শেখার পাশাপাশি সমকালীন বিষয়াদি নিয়েও নিজের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নয়ত শুধু ইংরেজি ভাষা শেখার মাধ্যমে জগতের সবকিছু বোঝা সম্ভব না। যেমন বাংলায় অনেক কিছুও আমরা ক্ষেত্রবিশেষে বুঝতে পারি না, যদি সেই বিষয়টি আমার জানা না থাকে।

Six Reasons Why the Ottoman Empire Fell

PATRICK J. KIGER (History.com)

The Ottoman Empire was once among the biggest military and economic powers in the world. So what happened?

At its peak (পিক : উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে) in the 1500s, the Ottoman Empire was one of the biggest military and economic powers in the world, controlling an expanse (বিস্তৃত অঞ্চল) that included not just its base in Asia Minor[24] but also much of southeastern Europe, the Middle East and North Africa.

The empire controlled territory that stretched (স্ট্রেচড : বিস্তৃত) from the Danube (দানিউব নদী) to the

[২৪] এশিয়া মাইনর বা আনাতোলিয়া, বর্তমান তুরস্কের অংশ। ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থল।

Taliban ban on girls' education defies both worldly and religious logic

Sultan Barakat (Al Jazeera)

The ban stands against the core principles of Islam and hinders (হিন্ডার্স : বিঘ্নিত করে) Taliban's efforts to gain international recognition (রিকগনিশন : স্বীকৃতি).

Spring has arrived (এ্যারাইভড : হাজির হয়েছে) in Afghanistan, and Afghan children have returned to their schools to begin a new academic year (শিক্ষাবর্ষ). Girls beyond the 6th grade across much of the country, however, are still unable to pursue (পার্সু : চালিয়ে যেতে) an education and remain unsure what the future holds for them.[35]

Two years ago, on a spring day like today, the hopes

[৩৫] ভবিষ্যৎ তাদের জন্য কী রেখেছে।

Six months later, with no plan in place to reopen secondary schools to girls in the foreseeable (ফোরসিএইবল : দৃশ্যমান) future, the government issued a new edict (এডিক্ট : অধ্যাদেশ) and banned girls and young women in Afghanistan from higher education.

This move prompted (প্রমঠেড : তাড়িত করেছে) countless analysts and experts around the world, including myself, to invite Taliban leaders to rethink their decision. We pointed out that "depriving (ডিপ্রাইভিং : বঞ্চিত করা) Afghan women of an education would benefit no one" and these anti-education edicts actually stand against the very foundations of Islam.

Regrettably (রিগ্রেট্যাবলি : দুঃখজনকভাবে), the Taliban did not listen. This March, exactly two years after the supposedly temporary ban on girls attending secondary schools and universities, another academic year in Afghanistan began without the presence of women and girls.

The hopes and dreams of teenage girls, who believed the ban on their education was indeed

Turkey local elections : How Erdogan's Israel policy backfired[৪২]

Ragip Soylu (MME)

Although Turkey has been critical of Israel's war on Gaza, its failure to cut trade ties might have cost (মূল্য চুকাতে হয়েছে) the AKP key votes.

When Turkish President Recep Tayyip Erdogan was campaigning (খ্যাম্পেইনিং : প্রচারণা চালাচ্ছিলেন) earlier this year for local elections in the conservative stronghold[43] of Sakarya, addressing (এ্যাড্রেসিং : লক্ষ্য করে) thousands of people at a rally, the mood was cheerful (চিয়ারফুল : আনন্দময়). But then a banner appeared in the crowd, and the mood shifted—

[৪২] ২০২৪ সালের মার্চ মাসে তুরস্কে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইতোপূর্বে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইজরাইল গাজায় গণহত্যা চালিয়ে আসছিল। সেই প্রেক্ষাপটে এই সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছে। হয়তো আপনি বহুদিন পর এই সংবাদটি পাঠ করছেন। তাই পটভূমিটা মাথায় রাখতে হবে।

[৪৩] conservative stronghold; কনজার্ভেটিভ স্ট্রংহোল্ড—রক্ষণশীলদের শক্তিশালি কেন্দ্র।

ইংরেজি পত্রিকা কীভাবে পড়ব?

আমাদের খুবই কমন প্রশ্ন—পত্রিকা পড়তে গেলে প্রথমত বুঝি না, দ্বিতীয়ত অভিধান খুলে খুলে শব্দার্থ দেখতে গেলে ক্লান্তি চলে আসে, পড়া এগোয় না। খুবই স্বাভাবিক।

এজন্য পত্রিকা পড়ার শুরুটা করতে হবে রয়েসয়ে, একটু ট্রিকি ওয়েতে। বেশ কয়েকটা ধাপে। আমাদের সুবিধার জন্য আমরা প্রথম দিকে একটা পত্রিকা পড়ার সময় নির্ধারণ করব ৭ দিন।

প্রথম দিন—

আপনি ডেইলি স্টার বা অন্য কোনো ইংরেজি পত্রিকা কিনে এনে পত্রিকার প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার শুধু শিরোনামগুলো পড়ুন। বেশকিছু শিরোনাম বুঝবেন না, যতক্ষণ না নিউজটা পড়ছেন। এগুলো নিয়ে চিন্তিত হতে হবে না। আপনি পড়ে যান। প্রতিটা শব্দার্থ মোবাইলে থাকা অভিধান বা বড় অভিধান থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে পত্রিকাতেই ছোট করে শব্দের পাশে অর্থটা লিখে রাখুন।

এতে হয়ত আপনার সর্বোচ্চ ২০-৩০ মিনিট সময় যাবে। বিরক্তি আসবে না।

দ্বিতীয় দিন—

প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার মত পত্রিকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠাগুলোর